STUDY MATERIAL

VIVEKANANDA COLLEGE

THAKURPUKUR

NAAC ACCREDITED GRADE-A

©Vivekananda College,Thakurpukur,2020

PHILOSOPHY

(HONOURS)

SEMESTER:2

CC3 :Outline of Indian Philosophy

Name of the teacher: Pragya Bhattacharjee

Assistant professor, Dept. of Philosophy

©Vivekananda College,Thakurpukur,2020

বিষয়:অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন

অদ্বৈত বেদান্ত মতে মায়ার স্বরূপ

©Vivekananda College,Thakurpukur,2020

অদ্বৈত বেদান্ত মতে নিস্প্রপঞ্চ ব্রহ্মই উপনিষদ সমূহের যথার্থ প্রতিপাদ্য। জীব,ঈশ্বর ও জগৎ এই তিনের মিশ্রণ হল **ভেদ বুদ্ধি** । এই তিনটির স্বরূপ হল ব্রহ্ম। আত্মা এবং ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। পারমার্থিক দৃষ্টিতে একমাত্র ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। যে জগৎ আমাদের মত সাধারণ মানুষের পরম জ্ঞানের বিষয় তা বাধিত বলে **মিথ্যা**। সেই কারনে অদ্বৈতবাদীরা জগৎকে মায়া বলেন।

অদ্বৈত বাদী আচার্য শঙ্করের মতে মায়া:

●মায়া ব্রহ্মের একপ্রকার শক্তি।

● মায়া বর্ণনাতীত।

●মায়ার সাথে ভ্রম প্রত্যক্ষ বা অধ্যাস এর তুলনা করে যায়।

●মায়া ভাবরূপ।

●মায়া জ্ঞানবিরোধী।

শঙ্করাচার্যের মতে জগৎ ব্রহ্মের পরিনাম নয়। জগৎ ব্রহ্মের ভ্রান্ত প্রকাশ। মায়ার দ্বারা আবৃত বলেই ব্রহ্ম আমাদের সামনে জগৎ রূপে প্রতিভাসিত হয়। আমরা সকলেই মায়ার অধীন। অর্থাৎ **মায়াধীন**। একমাত্র ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হলেন মায়ার অধিশ্বর। বা **মায়াধীশ**।

তাত্বিক দিক থেকে মায়ার কোন অস্তিত্ব নেই। ব্রহ্ম ভিন্ন মায়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করা অযৌক্তিক। ব্যবহারিক জীবনে আমরা মায়ার জালে আবদ্ধ বলে জগৎকে সত্য বলে মেনে নেই। যেদিন এই মায়ার জাল ছিন্ন করতে আমরা সক্ষম হব সেদিনই জগৎ ব্রহ্ম রূপে প্রকাশিত হবে। এবং মায়া দূরীভূত হবে।

সদানন্দ মায়া প্রসঙ্গে টর বেদান্ত সার গ্রন্থে ---

"অজ্ঞানন্তু সদসদ্ভ্যামনির্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জজ্ঞানবিরোধীভাবরূপকং যদকিঞ্চিদিতি"।

©Vivekananda College,Thakurpukur,2020

অর্থাৎ অজ্ঞান সৎ ও নয় অসৎ ও নয়। এটি অনির্বচনীয়। অজ্ঞান ও ত্রিগুণাত্মক। কারন এতে সত্ব, রজ ও তম তিনটি গুন থাকে। অজ্ঞান জ্ঞান বিরোধী এবং ভাবরুপ।

আচার্য শঙ্কর প্রবর্তিত অদ্বৈত দর্শনের বিভিন্ন গ্রন্থে এই মায়া বিষয়ে নানা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অজ্ঞান বা মায়া সম্পর্কে শঙ্করাচার্যের প্রধান সিদ্ধান্তগুলো থেকে আমরা মায়ার স্বরূপ সম্পর্কে কিছু তথ্য আহরণ করতে পারি। সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতিকে যেমন জড়, সক্রিয় ও পরিনামি বলে মনে করা হয়েছে, আচার্য শঙ্করও তেমনি মায়াকে জড়, সক্রিয় ও পরিনামি বলেছেন। তবে প্রকৃতির মত মায়া স্বতন্ত্র স্বত্তা বিশিষ্ট নয়। মায়া মিথ্যা। জাগতিক প্রতিভাসের কারন রুপে মায়া সৎ। কিন্তু যে অর্থে আমরা ব্রহ্মকে সৎ রুপে স্বীকার করতে পারি, সেই অর্থে মায়া কখনোই সৎ নয়। ব্রহ্ম ত্রিকাল অবাধিত। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হলে মায়া বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ব্রহ্ম জ্ঞানের দ্বারা মায়ার নিষেধ হয়। আবার মায়া ব্রহ্মের মত সৎ না হলেও তাকে আমরা বন্ধ্যা পুত্রের মত অসৎ ও বলতে পারিনা। আচার্য শঙ্কর বলেন মায়া **সৎ ও নয়** আবার **অসৎ ও নয়**। অথবা **সদসদ্ নয়**। আসলে মায়াকে কোন ভাবে বর্ননা করা যায় না। তাই তা **অবর্ণনীয়।**

পারমার্থিক দিক থেকে একমাত্র ব্রহ্ম সৎ। অজ্ঞান বা মায়া **ভাবরূপ।** ভাবরূপ বলে অজ্ঞানের অভাবত্ব দূর হয়। মায়ার দুটি শক্তি। আবরণ ও বিক্ষেপ।

<u>আবরণ শক্তি</u>: এই শক্তি অধিষ্ঠান কে আবৃত করে।

<u>বিক্ষেপ শক্তি</u>: বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা মিথ্যা বস্তু প্রতিভাত হয়।

অর্থাৎ শঙ্করাচার্যের মতে অজ্ঞান বা মায়া কেবল বস্তুর স্বরূপকে আবৃত করে না। এক বস্তুকে অন্য বস্তুর বিক্ষেপ বা আরোপ করে। বিক্ষেপ ক্রিয়া সর্বদাই ভাবাত্মক। কাজেই অজ্ঞান বা মায়া শুধুমাত্র জ্ঞানের অভাব নয় মায়া যদি শুধু জ্ঞানের অভাব হত তাহলে তা কোনো কিছুর কারন হতে পারতো না। তাই অজ্ঞান ভাবরূপ। আবার অজ্ঞান বা মায়াকে ভাবরূপ বলা হলেও তা ব্রহ্মর মত পারর্মার্থিক ভাব পদার্থ নয়। মায়া অনাদি,জগৎ সংসার যেহেতু অনাদি সেহেতু জগতের কারন এই মায়াও অনাদি। মায়ার অন্য কোনো উপদান নেই। আমরা অবশ্য মায়া বা অজ্ঞানকে অনাদি বললেও তাকে অনন্ত বলতে

©Vivekananda College,Thakurpukur,2020

পারিনা। কারন মায়া বা অজ্ঞানের বিনাশ সম্ভব। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হলেই অজ্ঞান দূর হয়। এই ব্রহ্ম মায়া বা অজ্ঞানের আশ্রয়।

পরিশেষে শঙ্করাচার্য জানিয়েছেন যে মায়া পারমার্থিক সৎ নয়। মায়ার সত্বা সম্পুর্ন রূপে ব্যবহারিক। মোক্ষ দশায় জীবের ব্রহ্মস্বরূপতা বোধের ফলে মায়ার বিনাশ ঘটে।

তথ্য সূত্র:

ভারতীয় দর্শন- ভট্টাচার্য্য সমরেন্দ্র; বুক সিন্ডিকেট

ভারতীয় দর্শন- সেন দেবব্রত ; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

ভারতীয় দর্শন- বাগচী দীপক; প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স

©Vivekananda College,Thakurpukur,2020